প্রথম আলো

তারিখ ... 08 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

প্যানেলভুক্ত ২৮ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার চিন্তাভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আপিল বিভাগের রায়ের আলোকে অবশেষে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে প্যানেলভুক্ত ১০ জনকে নিয়োগ দিতে মাঠ কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাঁরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পাচ্ছেন।

এ ছাড়া এই রায়কে ভিত্তি ধরে সারা দেশে প্যানেলভুক্ত প্রায় ২৮ হাজার প্রার্থীকেও নিয়োগ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে মন্ত্রণালয়। এঁদের মধ্যে কয়েক হাজার প্রার্থী রিট করলে হাইকোর্ট রিটকারীদের নিয়োগ দিতে সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। আইন মন্ত্রণালয়ও রায়ের ভিত্তিতে সবাইকে নিয়োগ দেওয়ার পক্ষে গত মঙ্গলবার মতামত দিয়েছে।

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েও নিয়োগ না পাওয়া প্যানেলভুক্ত প্রার্থীরা প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে আন্দোলন ও আইনি লড়াই করছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব হুমায়ুন খালিদ বুধবার *প্রথম আলো*কে বলেন, যেহেতু বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে, তাই আইনগত কোনো সমস্যা না থাকলে ওই ১০ জনের রায়ের ভিত্তিতে বাকিদেরও নিয়োগের পক্ষে তিনি। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তফিজুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মন্ত্রীর দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রীও প্যানেলভুক্তদের নিয়োগের পক্ষে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলেছে, ২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল পরীক্ষা হয়। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ৪২ হাজার ৬১১ জনকে নিয়োগের জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হয়। এঁদের মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার জনকে নিয়োগও দেয় সরকার। কিন্তু ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হলে প্যানেল থেকে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করে দেয় সরকার। এরপর নিয়োগবঞ্চিত ও প্যানেলভুক্ত শফিকুল ইসলামসহ নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ১০ জন হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ওই রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে গত বছরের ১৮ জুন রায়ে হাইকোর্ট রিট আবেদনকারী ১০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যরা আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) করলে তা খারিজ করেন আপিল বিভাগ।

এ বিষয়ে আরও তিন শতাধিক রিট হয়। এখন পর্যন্ত ঘোষিত সব রায় প্যানেলভুক্তদের পক্ষে গেছে।

মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি মামলায় না লড়ে সবাইকে নিয়োগ দিতে মন্ত্রণালয়ের প্রতি সুপারিশ করে। পরে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত চায়। মঙ্গলবার আইন মন্ত্রণালয় আদালতের রায়ের আলোকে সবাইকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে মতামত দিয়েছে। এ বিষয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

এদিকে কয়েক দিন আগে আপিল বিভাগের রায়ের আলোকে ১০ জনকে নিয়োগ দিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নওগাঁর জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয়। নওগাঁর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম মণ্ডল বুধবার বলেন, তাঁরা মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়েছেন। এ জন্য নির্দেশনা চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে চিঠি দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, প্যানেলভুক্ত সবাইকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা হলেও যেহেতু এখন সব রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি হয়ে গেছে তাই প্যানেলভুক্তদের কীভাবে, কোন বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে, সে জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হতে হবে। তবে যেহেতু আদালতের রায় আছে, পদ আছে, আবার যথাযথ নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে প্যানেলভুক্ত করে নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাই নিয়োগ দিতে বাধা নেই।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০ জনকে নিয়োগ দিতে চিঠি